দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহাসিক ভিত্তি

সাইয়েদ মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ

১৭৫৭ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়টি উপমহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য ছিল এক মহাদুর্যোগপূর্ণ সময়। এ সময়টিতে তাগুতী শক্তি ধ্বংসের এক প্রলয়ংকরী শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুসলমানদের উপর। যার রেশ আজো কাটিয়ে উঠা যায়নি।

তারপর থেকেই এক শ্রেণীর তথাকথিত প্রগতিবাদী মানুষদের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি উন্নাসিকতা, স্পর্শকাতরতা সর্বজনবিদিত। তাদের ধর্ম, রীতি-নীতি, আদর্শ, চরিত্র ও মূল্যবোধ বলতে কিছুই নেই। তারা বহুরূপী জীবনাচরণের মাধ্যমে কাক হয়ে ময়ূর সাজতে চায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের অধিকারী হয়ে সংস্কারের উর্ধ্বে স্থান করে নিতে চায়। ফলে সমাজের সকল মানুষ আপন স্বকীয়তা রক্ষা করে চলতে গিয়ে তাদের দ্বারা অহরহ প্রতারিত হচ্ছে। কারণ ক্ষমতার পালা-বদল তাদের দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে।

মাদ্রাসা শব্দটি আরবী। এর বাংলা প্রতিশব্দ বিশ্ববিদ্যালয়- আরবী ভাষার সাথে মুসলমানদের নাড়ীর সম্পর্ক। তাই যারা 'কালেমায়ে তাইয়েবা'র উপর মনে-প্রাণে আস্থাশীল- তারা আরবীকে প্রাণের ভাষা হিসেবে মানসপটে স্থান দিয়ে থাকেন। কেননা, মহানবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন, তোমরা তিনটি কারণে আরবীকে ভালবাসবে। যথা- (১) আমার ভাষা আরবী (২) আমার প্রতি অবতীর্ণ কুরআনপাকের ভাষা আরবী এবং (৩) জান্নাতের ভাষা আরবী।

বস্তুত, আল্লাহর ওয়াহদানীয়াতের মিশনকে পূর্ণতাদানের জন্যই তিনি মানুষকে আপন প্রতিনিধি হিসেবে এ ধরায় প্রেরণ করেছেন।

আর, আল্লাহর মিশনকে পূর্ণতাদানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। তাই এ উদ্দেশ্যেই হুজুরেপাক (সঃ) এরশাদ করেন, মুসলমান নর-নারীর জন্য সমানভাবে শিক্ষা গ্রহণ বা জ্ঞানার্জন করা অপরিহার্য। সুতরাং মানুষ কেমন শিক্ষা গ্রহণ করবে, তা নির্ধারণের জন্য তিনি শিক্ষকরূপে হুজুরেপাক (সঃ)-কে আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা কোরআনপাকে এরশাদ করেন যে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বস্তুত, এ জন্যই আল্লাহপাক হুজুরেপাক (সঃ)-কে আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পথ-প্রদর্শনের জন্য একটি সয়ংসম্পূর্ণ বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এ বিধানটিই হলো রাসূলেপাক (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ "আল-কিতাব" বা "আল-কোরআন" নামক স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান। আর মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত্তিভূমি হলো এই কিতাব।

বলাই বাহুল্য, আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করার জন্যই মানুষকে তিনি পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মানুষ আল্লাহর দেয়া মত ও রাসূলুল্লাহ-প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হয়ে আল্লাহর মিশনের পূর্ণতা দান করবে- এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। এভাবে হজরত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আগমনের পূর্বেও আল্লাহর মিশনের পূর্ণতাদানের জন্য অগণিত নবী-রাসূলগণ প্রেরীত হয়েছিলেন। এবং তাঁদের উপর 'সহিফা' বা কিতাবও অবতীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের উপর অবতীর্ণ 'আল-কিতাব'কে আল্লাহপাক তার মিশনের পূর্ণতা দানকারী হিসেবে ঘোষণা দেননি। তবে আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ আল কোরআন সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন যে, "হে জগৎবাসী, অদ্যকার দিনে আমি তোমাদের দ্বীন বা জীবনবিধানকে পূর্ণতা দান করলাম এবং আমার নিকট হতে পূর্ব হতে প্রেরিত বিধানের ধারাবাহিকতা সম্পন্ন করলাম ও ইসলাম নামে তোমাদের জীবনবিধান বা দ্বীনকে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করলাম। তখন থেকে এই জীবনবিধানই তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট রইল- যা আবহমান কাল কার্যকর থাকবে।"

সুতরাং এ জীবন বিধান সম্পর্কে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন বা শিক্ষাদানের পাঠ যে স্থানে দেয়া হয়, সে স্থানটিকেই মাদ্রাসা বলা হয়। যারা মুমিন-মুসলিম তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট ওয়াহেদানিয়াতের মিশনকে পূর্ণতা দানের জন্য তার দরস বা পাঠ গ্রহণকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার দরস বা পাঠের একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালা ভূতত্ত্ববাদ, পুত্তলিকাবাদ, জড়বাদ, বস্তুবাদ, নাস্তিক্যবাদ তথা মনগড়া বিভিন্ন মতবাদের সাথে আপস করতে পারে না। ফলে ইসলামের আগমনের উষালগ্ন হতেই মুসলমানদের পাঠ্য বিষয়ের পাঠদান পদ্ধতি ভিন্নভাবেই পরিচালিত হয়ে আসছে। অতএব, অর্থের সাথে সামঞ্জস্যতা থাকলেও মাদ্রাসা শিক্ষা ও স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির শিক্ষা এক নয়। মাদ্রাসার পাঠদানের প্রথম ওস্তাদ হজরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। যিনি মদীনার মসজিদে তাঁর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য বিদ্যাপীঠের পাঠ কিন্তু মদীনামুখী নয়। তাই যে বিদ্যাপীঠ মদীনামুখী নয়, সে বিদ্যালয়ের পাঠ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। কাজেই মুসলমান পাঠ গ্রহণ করবেন মাদ্রাসায়- এটা আশা করাই ছিল স্বাভাবিক। অথচ মানুষ এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ভংগুর বৈভবের মোহে পড়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের প্রভু সেজে আল্লাহর দিকে আহবানকারীদেরকে তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাগুতী শক্তি অধিকারী হয়ে বসেছে। তারা আল্লাহর দেয়া জ্ঞানকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে বিভিন্ন কৃত্রিম শক্তির আবিষ্কার করেছে এবং সেই আবিষ্কার যা স্বল্প মতবাদের পক্ষে দাঁড় করিয়ে মহান প্রতিপালক কর্তৃক মনোনীত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে। তাই তারা বিশ্বাসীদেরকেও তাদের দলে ভিড়ানোর বাসনায় বিবিধ শ্লোগান দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর যারা তাদের এ সকল শ্লোগানবাজির বিরোধিতা করছে তাদেরকে নানা কৌশলে কোণঠাসা করে রাখতে চায়। এ তাগুতী শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহপাক মুমিনদেরকে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা কাফেরুনে আল্লাহপাক বলছেন, "বলে দাও : হে কাফেরগণ, তোমরা যার উপাসনা কর, আমরা তার উপাসনা করি না। আর আমরা যার উপসনা করি, তোমরা তার উপসনা কর না। অতএব, তোমাদের ও আমাদের পথ ও মত সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন।" "তবে কারো স্বাধীনতার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না বিধায় কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়াও আমাদের উদ্দেশ্য নয়।" এ ক্ষেত্রে শিক্ষা হল- আমরা সুন্দর বাক্য ব্যয় ও কৌশলে পথভ্রষ্ট মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করবো। এতে যদি কেউ আমাদেরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, আমাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে চায়, তাহলে বলবো এসো আমরা সমঝোতার মাধ্যমে পৃথিবীতে বসবাস করি। না হয় পৃথিবীর বসবাস কারো জন্য শুভ হবে না।

মুসলমানগণ তাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষার নিমিত্তে আল্লাহর একত্ববাদকে শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ-উপযোগী করে যে শিক্ষা চালু করে- তা-ই হলো মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। ফলে, মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য হয়ে গেল অপরিহার্য।

এখানে আমরা খেলাফত যুগের মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা করব।

—চলবে